টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

পলিসি ব্রিফ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬:

কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৫৮

নভেম্বর ২০১৭

প্রেক্ষাপট

'এজেন্ডা ২০৩০' বা এসডিজি'র মোট ১৭টি বৈশ্বিক অভীষ্টের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট হচ্ছে এসডিজি ১৬, যেখানে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ' করার কথা বলা হয়েছে। এসডিজি'র অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের জন্যও এই অভীষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য ১২টি, এবং সূচক ২৩টি।

এসডিজি ১৬ অর্জনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যগুলোর ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সম্প্রতি একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এই পলিসি ব্রিফ এসডিজি ১৬'র একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ১৬.৬, বিশেষকরে সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশের লক্ষ্য অর্জনে আইনি ও কাঠামোগত প্রস্তুতি, বাস্তব পরিস্থিতি, এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

লক্ষ্য ১৬.৬

"সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ"।
এ গবেষণায় পর্যালোচনার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও খাতগুলোকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও খাতের মধ্যে রয়েছে ১. সংসদ, ২. নির্বাহী বিভাগ (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য), ৩. বিচার বিভাগ, ৪. স্থানীয় সরকার, ৫. জনপ্রশাসন, ৬. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ৭. নির্বাচন কমিশন, ৮. মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি), ৯. দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), ১০. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ১১. তথ্য কমিশন, ১২. রাজনৈতিক দল, ১৩. গণমাধ্যম, ১৪. নাগরিক সমাজ / এনজিও, এবং ১৫. ব্যবসা খাত।

প্রস্তুতি

সকল জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংবিধান ও আইনে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে। একদিকে সংসদ, বিচার বিভাগ,নির্বাহী বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সংবিধানের মাধ্যমে স্বাধীন পদমর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে দুদক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনকে আইনের মাধ্যমে স্বাধীন পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে সংবিধানে কর্তৃত্ব নির্ধারিত করা হয়েছে। নাগরিক সমাজ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সংশ্লিষ্ট আইনে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে নির্ধারিত রয়েছে।

অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান ও খাতে সেবার মান উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এটুআই প্রকল্প ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে অটোমেশন সফটওয়ারের ব্যবস্থা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ই-ফাইলিং ব্যবস্থার জন্য কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ ই-ট্রাফিক পুলিশ পদ্ধতি ও পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে অপরাধ তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, পুলিশ স্টেশনে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' এবং জেলা পর্যায়ে 'ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার' স্থাপন করেছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৬'র ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ওয়েব-নির্ভর রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার, অনলাইন ভোটার নিবন্ধীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে স্মার্ট কার্ড বিতরণ চলমান রয়েছে। সিএজি কার্যালয়ে ডিজিটাল নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ই-সেবা হিসেবে নথি, ই-তথ্যকোষ, জাতীয় তথ্য বাতায়ন প্রবর্তন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার উৎসাহিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সততা পুরস্কার নীতি ২০১৭ প্রণয়ন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নৈতিকতা কমিটি গঠন, এবং শিক্ষার্থীদের জন্য দুদকের 'সততা ইউনিট গঠন' উল্লেখযোগ্য।

এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। যেমন সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য নাগরিক সনদ প্রবর্তন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেটের প্রবর্তন করা হয়েছে। জেলা ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সাপ্তাহিক গণশুনানির প্রবর্তন করা হয়েছে। দুদকের পক্ষ থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) গঠন করা হয়েছে, এবং সেবা খাত নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত উদ্যোগের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর, ভাল কাজের জন্য জেলা প্রশাসকদের উৎসাহব্যঞ্জক পত্র প্রেরণ এবং 'জনপ্রশাসন পুরস্কার নীতি' প্রণয়ন করা উল্লেখযোগ্য।

বাস্তবতা

ওপরে উল্লিখিত বিভিন্ন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও উদ্যোগ সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠান অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ নয়। সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা দুর্বল। আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত। স্থায়ী কমিটিগুলোর বেশিরভাগই নিয়ম অনুযায়ী বৈঠক করে না, এবং কমিটিগুলোর সক্রিয়তা ও কার্যকরতার ঘাটতি রয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে সংসদে ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সংসদে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা হয় না এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়েও কোনো আলোচনা হয় না। সংসদ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করা হলেও অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রমে প্রবেশাধিকার সীমিত। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সময় আর্থিক তথ্য প্রকাশ করলেও নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদ সদস্যরা তাদের বার্ষিক আর্থিক তথ্য প্রকাশ করেন না। নির্বাচন ছাড়া জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই, এবং সংসদের বাইরের কার্যক্রমের জন্যও তাদের দায়বদ্ধতা নেই। কোনো কোনো স্থায়ী কমিটির সদস্যের 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব' বিদ্যমান।

নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন। প্রায় সব সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সরকার প্রধান বা মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করেন না। নিরীক্ষা সংক্রান্ত আপত্তি কদাচিৎ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ আমলে নেয়। এছাড়া কর্মী পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এখনো প্রবর্তিত হয় নি।

মামলা জটের কারণে বিচার বিভাগের কার্যকরতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী ঐ সময়ে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৩১,৩৯,২৭৫। অধস্তন আদালতে সেবা প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিচারক ও বিচার বিভাগের কর্মীদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। অধস্তন আদালতের ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিতর্ক চলমান।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সেবা প্রদান, সম্পদ বরাদ্দ, ক্রয় ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। উপজেলা ও জেলা পরিষদ এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয়। স্থানীয় সেবা প্রদানে 'দল-কেন্দ্রিক' মেরুকরণ ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর সরকার ও সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে মেয়রদের বরখাস্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

জনপ্রশাসনে সেবা প্রদান, সম্পদ বরাদ্দকরণ ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না। পদোন্নতি ও পদায়ন প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয়।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকরতাও প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। গত দশ বছরে দেশে অপরাধ সংঘটনের হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে বিচার-বহির্ভূত হত্যা, বিনা বিচারে আটকে রাখা ও গুমের অভিযোগ থাকলেও বিচার-বহির্ভূত হত্যা সম্পর্কে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় না, এবং বিচার-বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত ও মামলা করা হয় না। এছাড়াও ঘুষ, দুর্নীতি ও আইনের অপব্যবহার, দায়িত্বে অবহেলা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবা প্রদানে অস্বীকৃতির ঘটনাও অনেক। আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় কর্মরতদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না।

সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা প্রত্যেক বছর সম্পন্ন করতে পারে না, এবং তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষা প্রতিবেদন যাচাই করতে পারে না। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে কর্মরতদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না, এবং তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

সর্বশেষ মেয়াদের নির্বাচন কমিশন অবাধ, স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ বলে অভিযোগ রয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় প্রায় সবগুলো নির্বাচনে সহিংসতা ও জাল ভোটের ব্যাপকতা ছিল। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় যাচাই করে না, রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কমিশনের তৎপরতার ঘাটতি রয়েছে, এবং নির্বাচনী দায়িত্ব ও নীতিমালা ভঙ্গকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। দুর্নীতির মামলার দীর্ঘসূত্রতা, মামলা পরিচালনায় দুর্বলতা এবং মামলায় শাস্তির হার খুব কম থাকার ফলে প্রতীয়মান যে দুর্নীতি দমন কমিশন এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হতে পারে নি। দুদকের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এখনো কার্যকর নয়। দুদকের তদন্ত প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়। এই কমিশনের অনিষ্পন্ন অভিযোগের জট অনেক। তথ্য কমিশনেও অনিষ্পন্ন অভিযোগের জট বিদ্যমান। নির্বাচন কমিশন, দুদক, সিএজি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনে কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো বাহ্যিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ঘাটতি বিদ্যমান, যেখানে দলীয় প্রধানের কাছে আনুগত্য-নির্ভর দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায়। রাজনীতিতে এখন পেশীশক্তি ও অর্থের প্রাধান্য বেশি। প্রায় সব দলই রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার করে। প্রায় সব দলেই তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ের তথ্যে অস্বচ্ছতা রয়েছে। প্রায় সব দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনের নিয়মকানুন না মানার অভিযোগ রয়েছে।

গণমাধ্যমগুলোতে ব্যবসায়ী-রাজনীতিক মালিকানার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের গণমাধ্যম দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় দ্বারা বিভক্ত। সংবাদ প্রতিবেদনে স্ব-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। গণমাধ্যমগুলোতে আয় এবং ব্যয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে, এবং বেশিরভাগ গণমাধ্যমে ওয়েজ বোর্ড মেনে না চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নাগরিক সমাজ এবং/অথবা এনজিও খাতও অনেক ক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এনজিও খাত বিদেশী অনুদানের ওপর নির্ভরশীল, এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রয়োজনের তুলনায় দাতার ভাবধারা বা প্রাধান্য অনুযায়ী পরিচালিত বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ মানসম্মত নয়, এবং তথ্য প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে অপারগতা লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ব্যবস্থা দুর্বল, এবং সুবিধাভোগীদের কাছেও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। প্রধান নির্বাহী কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা আরেকটি উল্লেখযোগ্য বাস্তবতা। এছাড়া নাগরিক সমাজের মত প্রকাশের ক্ষেত্র বর্তমানে অনেক সীমিত।

বাংলাদেশের ব্যবসা খাতে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে অশুভ যোগসাজশ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে কার্য-সম্পাদনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর রাজনীতিকীকরণের মাধ্যমে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতাও বিদ্যমান। মুনাফা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ব্যবসায় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শ্রমিক সংগঠন রোধের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া কাজের পরিবেশ উন্নত করা ও শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারি নির্দেশ পালনে ঘাটতি বিদ্যমান।

চ্যালেঞ্জ

আইনে বিদ্যমান ঘাটতির কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জাতীয় সংসদে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যার ফলে তাদের কাছ থেকে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা পাওয়া যায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের অনুপস্থিতি বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন জনপ্রশাসন আইন নেই, এবং পুলিশ আইন যুগোপযোগী নয়। মন্ত্রী, তাদের সমান পদমর্যাদার ব্যক্তিবর্গ ও সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধিমালা নেই। সিএজি'র কর্মকর্তাদের জন্য স্বার্থের সংঘাত বিষয়ক বিধিমালা নেই। উচ্চ আদালতের বিচারক, নির্বাচন কমিশন, সিএজি'র নিয়োগে যথাযথ যোগ্যতা এবং নিয়োগ পদ্ধতির অনুপস্থিতি রয়েছে। দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার / সদস্য বাছাইয়ের মানদণ্ড ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট নেই। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্তৃত্ব প্রদানের কারণে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। সংসদ সদস্য, নির্বাচন কমিশন, সিএজি, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার / সদস্যরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নন।

দলীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই। সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টার ভূমিকা ও প্রশাসনের ক্ষমতার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন অপর্যাপ্ত। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকার কর্তৃক বরখাস্ত করার ক্ষমতা বিদ্যমান। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান, যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন বাজেট ও প্রশাসনিক জনবলের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০১৩, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৬-এর মাধ্যমে যথাক্রমে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগে নিয়োগ; বিভিন্ন সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য নিয়োগে দলীয় রাজনৈতিক প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে (বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, দুদক, সিএজি, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন) প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের ঘাটতি রয়েছে। ব্যবসা, গণমাধ্যম, স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার ঘাটতি, এবং বিচার বিভাগ, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনে পর্যাপ্ত অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। এনজিওগুলো'র দাতা-নির্ভরতা, এবং গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন-নির্ভরতা তাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে প্রকাশ করে। ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল সংগ্রহের সুযোগ সীমিত। এছাড়া সংসদ, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশনের বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যবহারে সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাজেট পূর্বানুমানে দুর্বলতা রয়েছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসচেতনতার ঘাটতি বিদ্যমান।

সুপারিশ

আইনি সংস্কার

১. সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে, এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. সংবিধানের ৭০ ধারা সংশোধন করে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সংসদ সদস্যদের নিজ দলের সিদ্ধান্তের বাইরে/বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ও ভোট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. বিচার বিভাগের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে; নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সংবিধান-সম্মত ভূমিকা পালনের উপযোগী পরিবেশ ও পারস্পরিক সম্মানজনক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। অধস্তন আদালতের ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমূলক ধারা বাতিল করতে হবে।

৪. সরকারি কর্মচারীদের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, অধিকার ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক সার্ভিস আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৫. পুলিশকে জনবান্ধব করার জন্য পুলিশ আইন ১৮৬১ সংস্কার, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪-এর ৫৪ ধারা বাতিল করতে হবে।

৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদেরকে উপদেষ্টা করার বিধান রহিত করতে হবে।

৭. নির্বাচন কমিশনের গঠন, কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৮. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা দিতে হবে।

৯. তথ্য অধিকার আইনে ব্যবসায়, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০. তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০১৩-এর ৫৭ ধারা বাতিল করতে হবে।

১১. বৈদেশিক অনুদান আইন ২০১৬-এর ১৪ ধারার নিবর্তনমূলক অংশ বাতিল করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

১২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক সংস্থাগুলোর জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল বাড়ানো, প্রেষণে নিয়োগের পরিবর্তে নিজস্ব কর্মীদের পদায়ন, এবং কর্মীদের দক্ষতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩. আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: দুর্নীতি দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানের (দুদক, সিএজি, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা) জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

১৪. প্রণোদনা: সব প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা দিতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www. ti-bangladesh.org
www. facebook.com/TIBangladesh